জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার- ২০১৫

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

২৪ জুলাই ২০১৭, সোমবার, বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, ঢাকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

২০১৫ সালের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত গুণিজন,

চলচ্চিত্র শিল্প সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ,

চলচ্চিত্র পরিচালক, প্রযোজক, অভিনয় শিল্পী ও কলাকুশলীবৃন্দ,

এবং উপস্থিত সুধিমন্ডলী।

আসসালামু আলাইকুম।

জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার-২০১৫ প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এবারে পুরস্কারপ্রাপ্ত সকল গুণি শিল্পীকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যিনি যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠনকালীন চলচ্চিত্রসহ বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক কার্যক্রমকেও বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা, মহান মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহিদ, ২ লাখ নির্যাতিত মা-বোনের প্রতি; যাদের সর্বোচ্চ ত্যাগের বিনিময়ে আমরা অর্জন করেছি মহান স্বাধীনতা।

মহান মুক্তিযুদ্ধসহ দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলন-সংগ্রামে যেসকল চলচ্চিত্র শিল্পীগণ অবদান রেখেছেন আমি তাঁদের শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি।

চলচ্চিত্র একটি শক্তিশালী গণমাধ্যম। চলচ্চিত্রে মানুষের জীবনসংগ্রাম ও সমাজবাস্তবতার চিত্র প্রতিফলিত হয়। এই সৃষ্টিশীল শিল্পের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের খুব কাছে যাওয়া যায়। এতে সাধারণ মানুষ যেমন সৃষ্টিশীল কাজে অনুপ্রেরণা পায়, তেমনি সামাজিক মূল্যবোধ ও দেশপ্রেমে উজ্জীবিত হয়। চলচ্চিত্রের শিল্পী, কলাকুশলী ও নির্মাতারা গণমানুষকে দেশ গড়ায় উদ্দীপ্ত করেন।

সুধিবৃন্দ,

এমন একটি সময় ছিল যখন বাঙালি নির্মাতারা সিনেমা বানাতে চাইলে নেগেটিভ নিয়ে যেতে হত পশ্চিম পাকিস্তানের লাহোরে এবং প্রক্রিয়াকরণ শেষে আনতে গেলেও কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স লাগত।

দেশের মেহনতি, শ্রমজীবি মানুষের রক্ত, ঘাম পানি করে উপার্জিত টাকা ও সোনালী আঁশ পাট বিক্রির কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে গড়ে উঠেছিল ফিল্ম ইন্ডাষ্ট্রি। অথচ এদেশে কিছুই ছিল না।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিল্প, বানিজ্য ও শ্রম মন্ত্রনালয়ের দায়িত্বে থাকাকালীন পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আইন পরিষদে ১৯৫৭ সালের ২৭শে মার্চ প্রথম অধিবেশনেই 'পূর্ব পাকিস্তান চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা বিল' বা East Pakistan Film Development Bill 1957 উত্থাপন করেন। বিলটি ০৩রা এপ্রিল পাশ হয়, ১৯শে জুন কার্যকর হয়।

মূলত তারপর থেকে ঢাকায় চলচ্চিত্র শিল্পের বিকাশ শুরু হয়। সে সময়ে জাতির পিতার গঠনমূলক সিদ্ধান্তের ফলে একের পর এক নতুন ছবি নির্মিত হতে থাকে। তখনকার বিখ্যাত চলচ্চিত্রের মধ্যে রয়েছে 'আসিয়া', 'জাগো হুয়া সাবেরা', 'মাটির পাহাড়', 'এদেশ তোমার আমার', 'জীবন থেকে নেয়া' ইত্যাদি। 'আসিয়া' শ্রেষ্ঠ বাংলা ছবি হিসেবে প্রেসিডেন্ট পদক পায়।

দেশ স্বাধীনের পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে 'বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা' বা বিএফডিসি কার্যক্রম শুরু হয়। তিনি সেন্সর বোর্ড, ডিএফপি, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, বিটিভি পুনর্গঠিত করেন। নতুন সেন্সর

নীতিমালা প্রণয়ন করেন। ফিল্ম ইনস্টিটিউট ও আর্কাইভ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। চলচ্চিত্র প্রতিনিধি দলকে বিভিন্ন দেশে পাঠান। বিদেশী প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশী চলচ্চিত্র অংশ নেয়। দেশে চলচ্চিত্র মেলা অনুষ্ঠিত হয়। নির্মিত হতে থাকে নতুন ধারার এবং মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক ও জীবন ঘনিষ্ট অসাম্প্রদায়িক চলচ্চিত্র।

তাঁরই সময়ে নির্মিত হয়েছিল 'ওরা ১১ জন', 'অরুনোদয়ের অগ্নিসাক্ষী', 'বাঘা বাঙালি', 'রক্তাক্ত বাংলা', 'ধীরে বহে মেঘনা', 'আমার জন্মভূমি', 'আলোর মিছিল', 'সংগ্রাম', 'আবার তোরা মানুষ হ' চলচ্চিত্র। এসব চলচ্চিত্র আজও নতুন প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের গৌরবগাঁথা তুলে ধরছে।

তিনি চেয়েছিলেন বাংলাদেশের নির্মাতারা ভাল চলচ্চিত্র নির্মাণের মাধ্যমে বাঙালি কৃষ্টি-সংস্কৃতি ধরে রাখবেন এবং দেশের মানুষকে পথ দেখাবেন। চলচ্চিত্রের মাধ্যমে বিশ্ব-ব্যাপী ছড়িয়ে দেবেন বাংলাদেশের সংস্কৃতি।

কিন্তু পঁচাত্তরের ১৫ই আগস্ট ইতিহাসের ঘৃণ্যতম ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যা করা হয়। বাঙালির শিল্প-সংস্কৃতির কণ্ঠ রোধ করা হয়। স্বাধীনতার ইতিহাস বিকৃত করে অপপ্রচার চালানো হয়।

'৭৫ পরবর্তী অবৈধ সরকারগুলো এই শিল্পমাধ্যমকে ধ্বংস করার প্রয়াস চালায়। ফলস্বরূপ চলচ্চিত্র শিল্প ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যায়। মানুষ হলে গিয়ে সিনেমা দেখা বন্ধ করে দেয়।

তরুণ প্রজন্মকে ধ্বংস করার জন্য তারা দেশের ঐতিহ্যবাহী যাত্রাপালায় অশ্লীলতা ঢুকিয়ে দেয়। বাঙালির ঐতিহ্যবাহী বিভিন্ন মেলায় হাউজি, জুয়া, অশ্লীলতাকে উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়।

তবে আশির দশকের মাঝামাঝি এসে একদল তরুণ নির্মাতা দেশে নতুন ধারার কিছু নান্দনিক চলচ্চিত্র উপহার দেন।

সুধিমন্ডলী,

আমরা ২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর চলচ্চিত্রের উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছি। বিএনপি আমলে বন্ধ হয়ে যাওয়া হলগুলো পুনরায় চালু করেছি। সিনেমা হলগুলো ডিজিটাল হলে রূপান্তর করা শুরু হয়েছে। ডিজিটাল যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে।

আমরা স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের জন্য অনুদান দেওয়া শুরু করি। আমরা সুস্থ ধারার চলচ্চিত্র নির্মাণে অনুদানের পরিমাণ বৃদ্ধি করেছি। চলচ্চিত্রকে 'শিল্প' হিসেবে ঘোষণা করেছি। চলচ্চিত্র প্রযোজক-পরিবেশকগণের কর রেয়াতসহ নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়েছে। সিনেমার সাথে জড়িত হাজারো মানুষ আবার তাদের পেশায় কাজ করার সুযোগ পাচ্ছেন। আমরা অসচ্ছল চলচ্চিত্র শিল্পী ও কলাকুশলীদের নিয়মিত অনুদান দিয়ে যাচ্ছি।

সুধিমন্ডলী,

বাংলাদেশে চলচ্চিত্রের ইতিহাস দীর্ঘদিনের। মানিকগঞ্জের সন্তান হীরালাল সেন-১৮৯৮ সালে এ দেশে চলচ্চিত্র নির্মাণ ও প্রদর্শনের সূচনা করেন। এজন্য আমরা হীরালাল সেনের কাছে কৃতজ্ঞ।

আমাদের গৌরবোজ্জ্বল মহান মুক্তিযুদ্ধে চলচ্চিত্র শক্তিশালী ভূমিকা পালন করেছে। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন প্রয়াত চলচ্চিত্রকার জহির রায়হানের নির্মিত প্রামান্য তথ্যচিত্র 'স্টপ জেনোসাইড' বিশ্ব বিবেককে নাড়া দিয়েছিল। যা মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে বিশ্ব জনমত গড়ে তুলতে অনন্য ভূমিকা রেখেছিল।

আমরা প্রতিবছরই জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রদান করে আসছি। এবার ২০১৫ সালে চলচ্চিত্রে অসামান্য অবদান রাখার জন্য ২৫টি ক্যাটাগরিতে ৩১ জন শিল্পী ও কলাকুশলীকে এ পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে। এটা আপনাদের কাজের স্বীকৃতি। যা আপনাদের ভবিষ্যৎ পথ চলায় অনুপ্রেরণা যোগাবে।

২০১৫ সালের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে চলচ্চিত্র অঙ্গনের জনপ্রিয় শিল্পী শাবানা এবং সংগীত জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র ফেরদৌসি রহমান আজীবন সম্মাননায় ভূষিত হলেন। আমি তাঁদেরকে অভিনন্দন জানাই।

সুধিবৃন্দ,

আমরা জাতীয় চলচ্চিত্র নীতিমালা প্রণয়ন করেছি। আমার বিশ্বাস, চলচ্চিত্র শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ এ নীতিমালার আওতায় উপকৃত হবেন।

এছাড়া, ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা বিএফডিসি'র কমপ্লেক্স নির্মাণের লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহণ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এ কমপ্লেক্স চলচ্চিত্র শিল্পী, কলাকুশলী ও কারিগরি প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞগণের কাঙ্ক্ষিত চাহিদা পূরণে সক্ষম হবে।

বিএফডিসি'র অবকাঠামো ও ডিজিটাল প্রযুক্তি সম্প্রসারণের কাজও এগিয়ে চলছে। বিএফডিসি স্কয়ার নির্মাণ কাজ চলতি বছরের জুলাই মাস থেকে শুরু হচ্ছে। এর ফলে চলচ্চিত্র শিল্পী ও কলাকুশলীদের দীর্ঘদিনের চাহিদা পূরণ হবে।

৫৮ কোটি ৬০ লক্ষ টাকার প্রাক্কলিত ব্যয়ে বিএফডিসি'র আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্পের কাজ শেষ হওয়ার পথে। এ প্রকল্পের আওতায় আধুনিক চলচ্চিত্র নির্মাণের উপযোগী বিভিন্ন যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়েছে।

সাভারের কবিরপুরে ১৯ কোটি ৮০ লক্ষ টাকার প্রাক্কলিত ব্যয়ে 'বঙ্গবন্ধু ফিল্ম সিটি' নির্মাণ (১ম পর্যায়) প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এখানে আন্তর্জাতিক মানের ফিল্ম সিটি গড়ে উঠবে। আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সংবলিত শ্যুটিং স্পট তৈরি করা হবে। এখানে আধুনিক ও বিশ্বমানের 'বঙ্গবন্ধু ফিল্ম আর্কাইভ' গড়ে তোলা হচ্ছে।

সুধিমন্ডলী,

আমরা চলচ্চিত্র শিল্পে মেধাবী ও সুদক্ষ কর্মী সৃষ্টির জন্য ফিল্ম ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেছি। চলচ্চিত্রের মানোন্নয়নে চলচ্চিত্র নির্মাণ, চলচ্চিত্র বিষয়ে অধ্যয়ন, প্রশিক্ষণ ও গবেষণার সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করছি।

ইতোমধ্যে ৬৪টি জেলা ও ৪ উপজেলায় আধুনিক তথ্য কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পে প্রতিটি কমপ্লেক্স মাল্টিপারপাস সিনেমা হলে চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা রাখার পরিকল্পনা করা হয়েছে, যা চলচ্চিত্র বিপণনে সহায়তা করবে।

এছাড়া, চলচ্চিত্রে সেন্সর ব্যবস্থা পরিবর্তন করে সার্টিফিকেট ব্যবস্থা চালু করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন আইনের খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে।

অনলাইনে চলচ্চিত্র মুক্তির ব্যবস্থা চালু হলে চলচ্চিত্র দর্শক ও গবেষকদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ হবে। চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নয়নে চলমান অন্যান্য কাজসমূহ দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য আমি তথ্য মন্ত্রণালয়কে আহ্বান জানাচ্ছি।

সুধিমন্ডলী,

প্রতিযোগিতামূলক আকাশ-সংস্কৃতির যুগে টিকে থাকতে হলে আমাদের চলচ্চিত্রের গুণগত মান, অভিনয় এবং কারিগরি দক্ষতা বাড়াতে হবে। নতুন নতুন প্রযুক্তি প্রয়োগ করতে হবে। সিনেমা হলগুলো আধুনিকায়নের পাশাপাশি হলের পরিবেশ উন্নত করতে হবে। এ খাতে বিনিয়োগ করতে আমি ব্যবসায়ীসহ সমাজের বিত্তবানদের আহবান জানাচ্ছি।

জুরি বোর্ডের সদস্যসহ এ আয়োজনকে যাঁরা নিরলস শ্রম ও দক্ষতায় সফল করে তুলেছেন তাঁদের সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বাংলাদেশ আজ বিশ্বে রোল মডেল। মাথাপিছু আয় বেড়ে ১ হাজার ৬০২ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৭.২৪ শতাংশ। সারাদেশে ১৮ হাজার ৩৭টি কমিউনিটি ক্লিনিক এবং ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। মাতৃ ও শিশু মৃত্যুহার কমেছে। দেশের ৮০শতাংশ মানুষ এখন বিদ্যুতের সুবিধা ভোগ করছে। আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ১৫ হাজার ৭২৬ মেগাওয়াটে উন্নীত করেছি। নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মাসেতু নির্মাণ করছি। মেট্রোরেল, বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট ও কর্ণফুলি নদীর তলদেশে দেশের প্রথম টানেল নির্মাণের কাজ চলছে।

আমি আশা করি, চলচ্চিত্র নির্মাতা, প্রযোজক, চিত্রনাট্যকার, অভিনেতা-অভিনেত্রী, কলাকুশলীসহ সংশ্লিষ্ট সকলে নিজেদের মেধা, শ্রম ও সৃজনশীলতা দিয়ে দেশের চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন।

আপনাদের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ২০২১ সালের আগেই আমরা মধ্যম আয়ের দেশে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হব ইনশাআল্লাহ।

সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...